গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
এপিএ শাখা

বিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০২৩-২৪ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম ১.১ এর ২য় প্রান্তিকের 'নৈতিকতা কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোসাম্মৎ হামিদা বেগম
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

সভার তারিখ ও সময় : ১০/১০/২০২৩ দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা।

সভার স্থান : সভাকক্ষ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/জুম প্ল্যাটফর্ম।

উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নামের তালিকা **'পরিশিষ্ট-'ক'**।

সভাপতি সভায় উপস্থিত নৈতিকতা কমিটির সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সকল অনুবিভাগ ও এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা'র কার্যক্রমে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জানান যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটির রূপকল্প হলো 'সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' এটি বাংলাদেশের গন্তব্য, আর সেই গন্তব্যে পৌছানোর জন্য রাষ্ট্র সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাও অত্যন্ত জরুরী। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল হিসেবে বিবেচিত এবং সরকার কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ একটি অবলম্বন হিসেবে এটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আমাদের নিজ নিজ কার্যালয়ের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন বাংলাদেশের গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, এসএফডিএফ, পিডিবিএফ এর ভূমিকা সুদুর প্রসারী। এই প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একদিন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে উঠবে।

২.২ অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ০৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে ৪০০ স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির কার্য পরিধি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সেক্টরে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ, অন্তরায় দূরীকরণে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব ন্যাস্তকরণ, গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অবস্থিত জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

২.৩ সভাপতি এ পর্যায়ে সভায় উপস্থিত দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের নিকট হতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় থাকলে তা উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন বলেন, তাঁর দপ্তর শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থানীয় অডিট টীমের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অডিট, শৃংখলামূলক কার্যক্রম, গণশুনানী ও অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা করে শুদ্ধাচার চর্চা করা হয়। মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর বলেন, তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে শুদ্ধাচারের নিয়মগুলো আলোচনা করেছেন। মহাপরিচালক, আরডিএ বগুড়া তাঁর দপ্তরে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্রয় পরিকল্পনা হালনাগাদ করেছেন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বলেন, তাঁর দপ্তর শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিগত অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার শতভাগ অর্জন করেছে। কোম্পানী/সরকারী নিরীক্ষার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তা দ্বারা অডিট করিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, ঋণ বিতরণে যাতে অনিয়ম না হয় সে লক্ষ্যে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা বলেন, নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদানে যাতে অনিয়ম না হয় সে বিষয়ে তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মহাপরিচালক, বাপার্ড গোপালগঞ্জ জানান যে, তিনি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছেন এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। মহাপরিচালক, বিআরডিবি বলেন, তাঁর দপ্তরে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করেছেন। দপ্তরে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্যে অডিটের বিকল্প নেই উল্লেখ করে তিনি দপ্তর, বিভাগ ও অডিট অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন মর্মে জানান।

২.৪ বিগত ৩১/০৭/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদনের বিষয়ে ১ম কোয়ার্টারের নৈতিকতা কমিটির সভায় এই বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় সমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং অন্তরায়সমুহ দূরীকরণে কিছু প্রস্তাবনা রাখা হয়:-

ক্রম	শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়	অন্তরায় দূরীকরণে প্রস্তাবনা সমূহ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	বদলি, নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়ম	নিয়মিত গণশুনানী, অংশিজনের সভা, বদলি নীতিমালা হালনাগাদকরণ, প্রত্যেক কর্মচারীর ডাটাবেইজ/গ্রেডেশন লিস্ট তৈরী, অডিট, মনিটরিং ও পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদারকরণ, অটোমেশন প্রবর্তন, ডিজিটাল সার্ভিস প্লাটফর্মের দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ, আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন।	উক্ত প্রস্তাবনা সমূহ এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হলে দপ্তর/সংস্থা হতে উক্ত প্রস্তাবনা সমূহ প্রতিপালন করা হয়েছে মর্মে এ বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে।
২.	ঋণ আদায় ও বিতরণে অনিয়ম		
৩.	সঞ্চয় আহরনে অনিয়ম		
৪.	সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম		

২.৫ সভাপতি বলেন প্রথম প্রান্তিকে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় যেসব অন্তরায় চিহ্নিত করা হয়েছে সে সব সমস্যাসমূহ সহজে দূরীভূত করা যাবে না। এ জন্য নিবিড় মনিটরিং করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব পরিকল্পনা ও উন্নয়ন জানান যে, সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন গুলো নিয়ম অনুযায়ী পরিবহনপুলে জমা প্রদান করা হচ্ছে না। এটি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। এ কারণে প্রতিবছর এই সূচকে নম্বর পাওয়া যাচ্ছে না। সভাপতি সকলকে যথাসময়ে জনপ্রশাসনের মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন নিষ্পন্নকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩. সিদ্ধান্ত:

পরিশেষে বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ
০১.	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের সভা আয়োজন।	এনআইএস ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
০২.	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/মতবিনিময় সভার আয়োজন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট)
০৩.	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান।	এন আই এস ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
০৪.	শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম ৩.২, ৩.৩ এবং ৩.৪ বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা;	এপিএ শাখা/ শুদ্ধাচার শাখা
০৫.	এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলীর বিষয়ে স্বচ্ছতা আনয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় পত্র প্রেরণ করা;	প্রশাসন অনুবিভাগ/আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ
০৬.	সমাপ্ত প্রকল্পের সমস্ত আসবাবপত্র, কম্পিউটার সরঞ্জাম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে এবং যানবাহনগুলো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী যথাসময়ে পরিবহন পুলে জমা প্রদান করতে হবে।	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ

৪. পরিশেষে, আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

(মোসাম্মৎ হামিদা বেগম)
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।